

ভারত পাকিস্তানের বিতর্কিত মৌলবাদী নেতারা বাংলাদেশে !

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ পাকিস্তান-ভারতের বিতর্কিত ইসলামী জঙ্গী নেতারা এখন বাংলাদেশে। তাঁদের মিশনটা কি এখানে? গোপনে জঙ্গী মুজাহিদ্দীন রিক্রুটিং না অন্য কিছু? বিশেষ করে স্ব স্ব দেশে বিতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি যোগাড় করে তাঁরা এখানে এসে যেভাবে নানা জায়গায় যাচ্ছেন তা নিয়ে ওয়াকিফহাল মহলগুলোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এঁদের মধ্যে পাকিস্তানে বিশেষ বিতর্কিত মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি আগেও ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। এবার তাঁর এখানে আসার বিষয়ে আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি চাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানে নিজের দেশে বিতর্কিত নেতাকে মন্ত্রণালয় ভাল লোক হিসাবে অনাপত্তি দিয়েছে। একই সময়ে ভারত থেকে আসা মুফতি তায়েবুল ইসলাম কাশ্মীরীও তাঁর দেশে নানা কারণে আলোচিত-বিতর্কিত। দু'জনেই খতমে নবুয়তের নেতা। কাদিয়ানী ইস্যু সহ নানা কারণে উগ্র ভূমিকার এরা দু'জনেই স্ব স্ব দেশে বিশেষ সমালোচিত বিতর্কিত।

সূত্রগুলো বলেছে, মৌলবাদী দুই নেতাই এখানে এসেছেন জোটের মৌলবাদী শরিকদের আয়োজন-ব্যবস্থাপনায়। এঁদের মধ্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সাবেক এমপি মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি গত সোমবার ঢাকায় আসেন। ভারতের খতমে নবুয়তের নেতা মুফতি তায়েবুল ইসলাম কাশ্মীরী এর মাঝে লালবাগ মাদ্রাসায় বক্তব্য রেখেছেন। উল্লেখ্য, লালবাগ মাদ্রাসার প্রধান হচ্ছেন জোটের শরিক কটুর মৌলবাদী নেতা হিসাবে চিহ্নিত মুফতি ফজলুল হক আমিনী। তাঁর কটুর পরিচিতির কারণে ইমেজ সফট বাড়ার আশঙ্কায় সরকার এখন পর্যন্ত তাঁকে মন্ত্রিত্ব দিতে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু মুফতি ফজলুল হক আমিনী দাবি করেছেন, আগত দুই মৌলবাদী নেতা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না! তাঁর এ বক্তব্যে বিশেষ সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। লালবাগ মাদ্রাসায় বিশেষ বিদেশী মৌলবাদী জঙ্গী নেতারা এসেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু লালবাগ মাদ্রাসার প্রধান আমিনী সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না! আমিনী বুধবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, 'বিদেশ থেকে আমার কাছে কোন মেহমান আসেননি। মাদ্রাসায় অনেক শিক্ষক আছেন। তাঁদের আমন্ত্রণে কোন মেহমান এসেছেন কিনা আমি জানি না।' দায়িত্বশীল একাধিক সূত্রমতে, সর্বশেষ আফগান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান পরিস্থিতি এবং ভারত-পাকিস্তানের নতুন সম্পর্কের প্রেক্ষিতে জঙ্গী মোজাহিদ্দীন রিক্রুটে বাংলাদেশকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, এমন একটি খবর তাদের কাছে আছে। এ অবস্থায় বিশেষ বিতর্কিত দুই কটুর মৌলবাদী নেতার বাংলাদেশ সফর নিয়ে চলছে নানা কৌতূহল। কারণ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ কিছু অঞ্চলের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর কথা ক্রমশ চাউর হচ্ছে সকল মহলের কাছে। চট্টগ্রামের লালখান এলাকার বিশেষ এক নেতা নানা সফর সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। লালখান এলাকার সেই নেতা একবার বমাল ধরাও পড়েছিলেন। তিনি এখন আমিনীর দলের নেতা। গত জানুয়ারিতে চট্টগ্রামে বিদেশীদের দ্বারা মৌলবাদী জঙ্গীদের প্রশিক্ষণের খবরেও সৃষ্টি করেছিল বিশেষ চাঞ্চল্য। এবারে ভারতীয় মৌলবাদী নেতাটি ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছেন। এর আগে গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশের দুই শীর্ষ মৌলবাদী নেতা পাকিস্তান সফর করেন। তাঁদের পাকিস্তান সফরের পর এখানে জঙ্গী রিক্রুটিং-আক্রমণ, ধরা পড়ার ঘটনা বেড়ে যায়। একটি সূত্র বলেছে, তাঁদের বলা হয়েছে বিতর্কিত পাকিস্তানী নেতাটি এখানে ফিরতি সফরে এসেছেন। তার মিশন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের কোন অনুমতি সরকারের তরফে নেই।